

বাচাও গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বাচাও বাংলাদেশ

– মুহাম্মদ মিজানুর রহমান

একজন অসুস্থ রোগীকে বাচানোর জন্য রক্তের প্রয়োজন... এই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমরা বাংলাদেশিরা সবাই কম বেশি পরিচিত। কি করি আমরা? এই বিজ্ঞাপন শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যে কোনো সুস্থ, বিবেকবান মানুষ রক্তের থ্রপ মিললে ছুটে যাই। কেন যাই? কারণ আমরা জানি, রক্ত ছাড়া সেই অসুস্থ মানুষটিকে বাচানো যাবে না। মূল কথাটা কি? মূল কথা হলো, রক্তপ্রবাহ ছাড়া মানুষ বাচে না। একজন মানুষের জন্য যদি রক্তপ্রবাহ হয় বেচে থাকার আসল কথা তাহলে একটি দেশের জন্য কি? বাংলাদেশের জন্য কি? আমি নিশ্চিত এ কথার উত্তর সবার জানা। পানি – পানিপ্রবাহ।

রক্তনালী যেমন রক্তের প্রবাহ দিয়ে আমাদের বাচিয়ে রাখে তেমনি আমাদের নদীগুলো পানিপ্রবাহ দিয়ে বাচিয়ে রাখছে আমাদের বাংলাদেশকে। তাহলে আমাদের নদীগুলো কি বাংলাদেশের রক্তনালী নয়? **Water is the lifeblood of Bangladesh** পানি বাংলাদেশের প্রাণ সঞ্চালনী রক্ত। এই একটি রক্তনালী (নদী) বন্ধ করে দিলে কি হতে পারে তার উদাহরণ, তার পরিণতি আমরা বাংলাদেশিরা ছাড়া কেউ বেশি জানে না। এক ফারাকার কারণে আমরা বাংলাদেশিরা যন্ত্রণায় ছটফট করছি আজ ২৮ বছর। এবার যদি আমাদের আরো ৫৩টি নদীতে (রক্তনালী) পানিপ্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয় কি হবে? বেচে থাকবে কি বাংলাদেশ? যদি পৃথিবীর সবচেয়ে আশাবাদী মানুষকেও জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর আসবে, না, বাচবে না। সম্প্রতি ইনডিয়ার এক উচ্চাভিলাষী প্রকল্প **River interlinking project** আমাদের বাংলাদেশকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আমাদের মৃত্যুর পরোয়ানা এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে বলি বাংলাদেশ ও ইনডিয়া যে ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদী আছে তার ৫৩টি নদীর পানিই ইনডিয়া সরকার এখন আটকে দিয়ে গতিপথ পরিবর্তন করে সেটা পাঠিয়ে দিতে চায় তাদের পানি ঘাটতি দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে। প্রতি বছর এই সরিয়ে নেয়া পানির পরিমাণ ১৭৩ বিলিয়ন ঘন মিটার (**Guardian online, 2003, Dated 24.07.2003**)। এক গঙ্গা নদীর পানি সরিয়ে নিয়ে আমাদের আজ যে অবস্থা, ৫৩টির সরিয়ে নিলে কেমন হবে? এই প্রজেক্টের বাজেট হলো, ১২৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার! ইনডিয়া সরকার গঠিত টাস্ক ফোর্স (**Task force on intelinking of rivers**) নিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছে। তবে খুব গোপনে। কেন? কারণ তারা জানে, তারা যা করছে তা আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। **U.N Water Convention (1997), Helsinki Rules (1966)** কিংবা **Biodiversity Convention (1992)** সবগুলোরই পরিপন্থী। বাংলাদেশের ১৪০ মিলিয়ন মানুষকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদের সার্বভৌমত্ব, অর্থনীতি, কৃষি, পরিবেশ আর ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়া এই প্রজেক্ট সভ্য পৃথিবী ও আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির মুখে চপেটাঘাত। এ জন্যই তারা বাংলাদেশকে কিছু না জানিয়ে চোরের মতো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ও আমেরিকার কাছে ধরনা দিচ্ছে।

টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী সুরেশ প্রভু ইতিমধ্যেই আমেরিকার টেক্সাস গভর্নমেন্টের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায় করে এসেছেন এই জুনে (www.rediff.com/us/jun/27 us)

2.htm)। এই প্রজেক্ট প্ল্যানে তারা সকল নদীর এক-তৃতীয়াংশ পানি সরিয়ে নিতে চায়। আমাদের প্রিয় যমুনা, তিস্তা, মহানন্দা হয়তো পানি শূন্য হবে। আমাদের পদ্মা, মেঘনা, যমুনা (ইনডিয়ান ভেতরে নাম ব্রহ্মপুত্র) হয়ে যাবে বিরান মরুভূমি, হয়তো একদিন আমাদের স্বপ্নের যমুনা বৃজের নিচ দিয়ে হেটে যাবে কঙ্কালসার মানুষ, বাস, ট্রাক। যেই বাংলাদেশের ২০ মিলিয়ন কৃষক আমাদের এখনো ভাত যোগায়, পানির অভাবে তারা হবে বিলীন এবং অন্নের অভাবে আমরা হবো দুর্ভিক্ষের শিকার। কিন্তু আমরা কি চুপচাপ বসে থাকবো এখন? আমরা কি থামিয়ে দিতে পারি না ইনডিয়ান এই মানবতা বিধ্বংসী প্রকল্প? আমরা কি এবার সকলে মিলে বেচে থাকার এই সংগ্রামে, যুদ্ধে নামতে পারি না? অবশ্যই পারি। যদি রাজনীতিবিদ, সিভিল সোসাইটি, জনগণ এবং প্রবাসীদের নেটওয়ার্ক করা যায় তাহলে সম্ভব। অবশ্যই সম্ভব এ প্রজেক্ট বন্ধ করে দেয়া। তাই করতে হবে। কিভাবে?

প্রথমেই আমাদের স্বভাব বদলাতে হবে। সেটা হলো, ঘাপটি মেরে বসে থাকার স্বভাব। আমরা দেখি না কি হয় এই নীতিতে বিশ্বাসী। এই নীতির করুণ থেকে করুণতম ফলও আমরাই ভোগ করি। কিন্তু স্বভাব বদলায় না। এই নেতিবাচক স্বভাবটাই পাল্টাতে হবে।

যুদ্ধে নামার আগেই আত্মসমর্পণ করলে চলবে না। গঠনতাত্ত্বিক দূরদর্শী পরিকল্পনা দিয়ে এগোতে হবে। না হলে সেই একই পরিণতি হবে, আমরা মরবো, বাংলাদেশ মরবে। অত্যন্ত দুঃখ এবং হতাশাসহ লক্ষ্য করছি, এই পানি সমস্যার ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের তথাকথিত আমাদের নেতিবাচক কথা বলছেন।

Guardian online—এ ২৪ জুলাইয়ের নিউজে এই পানি সমস্যা নিয়ে সাংবাদিককে আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজি মুখলেস-উজ-জামান বললেন এক অদ্ভুত কথা। তার মতে, ব্রহ্মপুত্র থেকে ইনডিয়া পানি সরালে বাংলাদেশ ব্যয়বহুল এক খালের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে বাধ্য হবে। হয়তো এই খাল খননে পাউবো-র আমলাদের অবস্থা রমরমা হবে। কিন্তু যেখানে পানিই থাকবে না নদীতে সেখানে খাল খনন করে কি হবে? খাল দিয়ে কি মানুষ হাটবে? ভাবতে অবাক লাগে, এ ধরনের আমলা দিয়েই আমরা দেশ চালাই। এই নিউজটা পড়ে অনেকেরই ধারণা হতে পারে, ইনডিয়া এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেও আমাদের ক্ষতি হবে না, আমাদের হাতে অন্য উপায় আছে। এভাবে কথা বললে আমরা আন্তর্জাতিক জনমত আমাদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই পাবো না। আমাদের মনে রাখতে হবে, জাতির সামনে এখন সকলের অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্ন। সকলে মিলে সাবধানে এবং সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে।

এই মুহূর্তে প্রথমে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে, এক মুহূর্ত দেরি না করে ইনডিয়ান কাছে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং অবশ্যই তা সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টসহ। পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পানি আইন মূলত **Helsinki Rule (1966) - The helsinki rules on the uses of the waters of international rivers** এবং **U.N water convention (1997) - Convention of the law of the non - navigational uses of international water courses 1997** এ দুটি আইন দিয়েই পরিচালিত হয়। যদিও **U.N water convention**—এ বাংলাদেশ স্বাক্ষরকারী তবুও ইনডিয়া, ইসরেলসহ কয়েকটি দেশের বিরোধিতার কারণে এ আইন এখনো কার্যকর হয়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক জনমত এই আইনকে শ্রদ্ধা করে। যদি আমরা এখন আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে এ আইনটির গাইডলাইন অনুসরণ করি

তাহলে নিশ্চিতভাবেই আমরা আন্তর্জাতিক সমর্থন পাবো। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সকল সংস্থা মূলত এই আইন অনুসরণ করে ফান্ড দেয়।

এই আইনের **Article 5 - Equitable and reasonable utilization & participation** এবং **Article 7 - Obligation not to cause significant harm** মোতাবেক স্পষ্টতই আমাদের কাছে ইনডিয়া এ প্রজেক্টের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত সরবরাহ করতে বাধ্য। যেহেতু ইনডিয়া তা করছে না, আমাদের সরকারকে জানাচ্ছে না এবং আমাদের অস্তিত্ব নিয়ে আমরা শংকিত। আমরা **UN water convention-এর Article 18 - Procedures in the absence of notification** মোতাবেক আমাদের শংকার কথা, আন্তর্জাতিক নদীর ওপর আমাদের অধিকারের কথা এবং এ প্রজেক্টের ফলে আমাদের যেসব ক্ষতি হবে তার সায়েন্টিফিক ডকুমেন্ট তৈরি করে ইনডিয়াকে জানাতে পারি। যেহেতু এই আইন অনেকটাই প্রথাগত আইনের মতো সেহেতু আমরা এ কাজটি করলে প্রথমেই ইনডিয়ার আন্তর্জাতিক অর্থায়নের উৎস ধাক্কা খাবে। যেই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কাছে ইনডিয়া লবিং করছে তাদের পলিসিই হলো, অন্য দেশের জন্য ক্ষতিকর কোনো আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সাহায্য করবে না। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক প্রকাশিত **Water Resources Management (1993, washington)-এ** স্পষ্ট লেখা আছে **World Bank... will not finance a project which causes harm without the approval at all affected riparians**। এখন যদি সময় মতো আমরা পদক্ষেপ নিই তাহলে ইনডিয়াকে আলোচনার টেবিলে আনতে পারবো। তারা আসবেই। কারণ অর্থ ছাড়া তারা এই প্রজেক্ট সফল করতে পারবে না যতাই মুখে বলুক প্রয়োজনে নিজেদের টাকা দিয়ে করবে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার জন্য আমাদের সম্ভাব্য ক্ষতির বাস্তব উপাত্তগুলো তৈরি এবং সরকারকে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দেয়ার জন্য একটা কমিটি এখনই করা দরকার। এই কমিটি কাকে নিয়ে হবে? এটাই আসল প্রশ্ন এবং আসল বিষয়। এ নিয়ে বলার আগে **HSBC** ব্যাংকের একটা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞপনের কথা বলি। বিজ্ঞপনটা ছোট। তবে অর্থবহ। **Think locally, act globally**। বাংলা করলে দাড়ায়, *অভ্যন্তরীণ ভাবনা, আন্তর্জাতিক প্রয়োগ*। আমাদের দেশের বেশির ভাগ বিজ্ঞজনেরাও ভাবেন এবং বেশির ভাগ প্রয়োগ করেন পন্টন ময়দানে। এ ধরনের লোক দিয়ে চলবে না। আমাদের সমস্যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরতে আন্তর্জাতিক প্রয়োগে দক্ষ, আন্তর্জাতিক পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে খ্যাতিসম্পন্ন লোক নিতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, আমাদের দেশে এ ধরনের মানুষ সীমিত। তবে বুয়েটের ড. জহিরউদ্দিন চৌধুরী, ড. ফিরোজ আহমেদ, পাউবো-র প্রকৌশলী আ.ন.হ. আখতার হোসেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটির সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া, গ্রামীণ ব্যাংকের ড. মুহাম্মদ ইউনুস, **IUCN-এর** আইনুন নিশাত পানি ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ বিষয়ে বিশ্বে পরিচিত। আমি এই ফিনল্যান্ডে বসেও তাদের লেখা বই, জর্নাল আর্টিকল পড়ি। আমাদের লাইব্রেরিতে আছে। তাদের পানি ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী প্রভাবশালী বন্ধু আছেন। তাদের সঙ্গে একজন পানি আইন বিশেষজ্ঞ নেয়া যেতে পারে। সহজ কথা, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সম্মানিত, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য লোক নিতে হবে। কারণ ইনডিয়া তার ১২৪ বিলিয়নের এই প্রজেক্ট থেকে দুই চার বিলিয়ন ডলার ঘুস দিতেও দ্বিধাবোধ করবে না। তাই আমাদের সং, নিরপেক্ষ, জ্ঞানী এবং দেশপ্রেমিক লোক সিলেক্ট করতে হবে।

সরকার United Nations Environment Programme (UNEP) ও UNESCO-র কাছে সরাসরি এখনই আপত্তি জানাতে পারে। যেহেতু এই প্রজেক্ট আমাদের পরিবেশের ক্ষতি করবে এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করবে সেহেতু আমরা The convention on Biological diversities (1992, entered into force Dec. 29, 1993) মোতাবেক UNEP-এর সাহায্য মধ্যস্থতা চাইতে পারি। যেহেতু এই Convention-টি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিকভাবে চালু হয়ে আছে (Entered into force, Dec. 29, 1993)! ইনডিয়া এবং বাংলাদেশ উভয়ই স্বাক্ষরকারী সেহেতু এখানে গ্রাউন্ডটা শক্ত সেহেতু আমরা UNESCO-র সাহায্য চাইতে পারি। আমাদের সুন্দরবন এখন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। তাই এটা বাচানোর জন্য এই প্রজেক্টের ব্যাপারে আমাদের আপত্তি UNESCO-কে জানাতে পারি। World heritage convention (1972) - (The UNESCO convention concerning the protection of the World cultural and national heritage, Nov, 1972 মোতাবেক UNESCO অবশ্যই এগিয়ে আসবে। যারা আশাবাদী হতে পারবেন না তাদের সঙ্গে আমার ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। সার্বিয়ানরা যখন স্বাধীনতাকামী ক্রোয়েশিয়ানদের নির্বিচারে মারছিল তখন পুরো বিশ্ব প্রথমে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু যখনই ১৯৯২-এ সার্বিয়ানরা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ক্রোয়েশিয়ার ছোট শহর Dubrovnik-এর পুরনো টাউন আক্রমণ করলো তখনই পুরো বিশ্ব জনমত ক্রোয়েশিয়ার পক্ষে চলে গেল। এই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বাচানোর জন্যই মূলত বিশ্বব্যাপী সার্বিয়াদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল। ক্রোয়েশিয়ানরা এখনো গর্বের সঙ্গে স্বীকার করে, এই Dubrovnik, Old town বিশ্ব হেরিটেজ সাইট হওয়ার কারণে তারা স্বাধীন। সুতরাং সুন্দরবন রক্ষার জন্য বিশ্ব আমাদের পাশে দাড়াবে। কারণ সুন্দরবন শুধু আমাদেরই নয়, UNESCO-র স্বীকৃতির ফলে সারা বিশ্বের সম্পদ। এই বিপদের দিনে আমাদের রয়াল বেঙ্গল টাইগার, আমাদের সুন্দরবন আমাদের নিরাশ করবে না।

ইনডিয়ার এই প্রকল্পের পেছনে যিনি কলকাঠি নাড়ছেন, যার ওপর ইনডিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের অটল আস্থা তিনি একজন আমেরিকা প্রবাসী ইনডিয়ান। তার নাম স্যাম কান্নাপ্লান। ইনডিয়ার প্রেসিডেন্ট আবদুল কালাম-এর একই থামের লোক এ প্রবাসী প্রকৌশলী এই মেগা প্রজেক্টের চালিকাশক্তি। গত জুন মাসে আমেরিকায় এ প্রজেক্ট টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সুরেশ প্রভু এই কান্নাপ্লান-এর প্রভাবের কারণেই টেক্সাস সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছেন। কান্নাপ্লান টেক্সাসে থাকেন এবং নিজে প্রকৌশলী। ইনডিয়ান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী তার ওপরই সবচেয়ে নির্ভরশীল। একজন প্রবাসী একটি দেশের জন্য কতো বড় ফ্যাক্টর! আমাদেরও তো! আমেরিকাতে অনেক প্রভাবশালী প্রবাসী আছে। তারা যদি এক হয়ে টেক্সাসে লবিং করে তাহলে নিঃসন্দেহে টেক্সাস সরকার এই মানবতা বিরোধী কাজে কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা দেবে না। আমাদের আমেরিকা প্রবাসীদের একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার এই মুহূর্তে। আমার বিশ্বাস, এটা খুব সহজেই তৈরি হবে।

আমাদের জাতীয় সংসদটা আছে কেন? মান অভিমানের জন্য? খিস্তি-খেউড় আর ওয়াক আউটের জন্য? দেশের ১৪ কোটি মানুষ তাদের অভিভাবক নির্বাচন করে সংসদে পাঠায় দেশের জন্য। আজ এই মুহূর্তে আমাদের সার্বভৌমত্ব হুমকির সম্মুখীন। এখন অবস্থা এমন দাড়িয়েছে, ইনডিয়ার পানি মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবও সমগ্র বাংলাদেশের ভাগ্য এবং ভবিষ্যৎ

নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দাদাসুলভ কথা বলে। এই প্রকল্পের ব্যাপারে বাংলাদেশের মতামত নিয়েছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে রাধা সিং নামের এই মহিলা বলেন, বাংলাদেশের চিন্তার কিছু নেই (Sunday Express, 2003)। অনেকটা বাচ্চাদের যেমন পিতা-মাতা বলেন, তুমি চিন্তা করো না, যা করি তা তোমার ভালোর জন্যই করি।

আমাদের নেতাদের বুঝতে হবে, দেশ আজ ভয়াবহ হুমকির মুখে, সঙ্গে সঙ্গে তাদের রাজনীতি। সংসদে এ ব্যাপারে সকল দল মিলে আলোচনা করতে হবে, কর্মপন্থা বের করতে হবে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেত্রী এক সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে লবিইং করছেন তা দেখতে চাই। প্রয়োজনে মওলানা ভাসানীর সেই ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চের মতো বাংলাদেশ বাচাও লং মার্চ করতে হবে আমাদের দুই নেত্রীর নেতৃত্বে। এটা সময়ের দাবি, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম, আমাদের বাংলাদেশ বাচানোর আন্দোলন। আমাদের অভিভাবকরা আমাদের বাচাতে না পারলে, এক মঞ্চে আসতে না পারলে বাংলাদেশকে বাচানো যাবে না।

আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী, ইন্ডিয়ার এই প্রজেক্ট আমরা বন্ধ করে দিতে পারবো। অবশ্যই পারবো। তবে বসে থাকার সময় নেই। আজ এই মুহূর্ত থেকে আমাদের নিয়মতান্ত্রিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। না এগোলে যতোই Poverty reduction strategy paper বা দারিদ্রবিমোচন কৌশলপত্র তৈরি করি না কেন, কোনো লাভ হবে না। ধ্বংস অনিবার্য। রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, পেশাজীবী, প্রবাসী, সর্বোপরি দেশের ভুক্তভোগী জনগণকে সঙ্গে নিয়ে এক সঙ্গে আমরা এ সংগ্রামে জয়ী হবোই। ইন্ডিয়া বন্ধ করবেই তার এ বাংলাদেশ বিনাশী প্রকল্প। বাংলাদেশ বেচে থাকবে মাথা উচু করে এই সুন্দর পৃথিবীতে। সুস্থ, পরিমিত, নিরাপদ পানি সঞ্চালনের মাধ্যমে নিশ্চিত হবে সতেজ, সজীব, প্রাণচঞ্চল সোনার বাংলা।

হেলসিংকি থেকে।

mizanur@cc.hut.fi